যুগান্তর

তারিখ 29 JAN 2014
পৃষ্ঠা 20 কলাম 8

যুগান্তর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও সান্ধ্যকালীন কোর্স বন্ধের দাবিতে মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

রাবিতে সান্ধ্যকোর্স ও বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

রাজশাহী ব্যুরো

বাণিজ্যিক সান্ধ্যকোর্স বন্ধ ও বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) হাজার হাজার শিক্ষার্থী আন্দোলনে নেমেছেন। বিক্ষোভ ও সমাবেশে এখন উত্তাল ক্যাম্পাস। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলছেন, বিশ্বব্যাংকের নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যে কৌশলপত্র দিয়েছে তাতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বোধশক্তিহীন ভাবা হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে হল নির্মাণ করা যাবে না, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে। এটা সহিংসতা ঠেকানোর জন্য নয় বরং সাধারণ শিক্ষার্থীরা যাতে সংগঠিত হয়ে তাদের দাবি আদায়ে কোনো আন্দোলন না করতে পারে সে জন্য এমন নির্দেশনা দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিবেচনা করে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধের আহ্বানও জানিয়েছেন তারা।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে সান্ধ্যকোর্স বন্ধ ও বর্ধিত বেতন ফি বাতিলসহ তিন দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ক্যাম্পাসের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুরনো ফোকলোর চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়।

এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের মুহুর্মুহু স্লোগানে ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে। এ সময় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে সমাবেশে বক্তব্য দেন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন, ফোকলোর বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুস্মিতা চক্রবর্তী। আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক কাজী মামুন হায়দার রানা, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের কাজী সুস্মিন আফসানা, উন্মাস হাবীব ভাকারিয়া। সমাবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য দেন, আয়াতুল্লাহ খোকেনি, আদমণীর হোসেন সুজন, আবু সুফিয়ান বখশী, আবদুল্লাহ আল মুইজ, আহসান হাবিব রকি প্রমুখ। সমাবেশ থেকে আজ ক্লাস বর্জন ও ভিসির কার্যালয় ঘেরাওয়েরও ঘোষণা দেয়া হয়। এর আগে ২১ জানুয়ারি সান্ধ্যকোর্স বন্ধ ও বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে প্রশাসনকে সাত দিনের আলটিমেটাম দেয়া হয়। তবে আলটিমেটামে প্রশাসনের কোনো আশ্বাস এখনও মেলেনি।